অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। মিনারের শব্দ শোন ।।

১৯৯১ সালে বছরের শুরুর দিককার কথা। থাকি তখন গাজীপুরে - আমার কর্মস্থলে। সে সময়ে গাজীপুরের চন্দ্রমল্লিকা খেলাঘরের সভাপতি আমি । স্বৈরাচার এরশাদের কেবল পতন হয়েছে। সবার মনে তখন একাত্তরের বিজয়ের মত একটা অনুভূতি। মাতৃভূমিকে ভালোবাসার যেন এক নতুন উন্মাদনা। আমার খেলাঘরের ছেলেমেয়েরা বললো - এবার স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে আমরা নতুন আঙ্গিকে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করতে চাই। আমি বললাম বেশতো - তোমরাই বল কিভাবে করতে চাও। নানান রকম সব প্লান হচ্ছে। এরই মধ্যে ওদের একজন বললো - আসলে একুশে ফেব্রুয়ারীতে কি হয়েছিলো সেটাই ঠিকমত জানি না। দেখলাম ওর সাথে অনেকেই কণ্ঠ মেলালো। ওদের আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে আবেগপ্রবন হয়ে বলেই ফেললাম - ঠিক আছে এবার আমরাই সেই বায়ান্নর একুশের ওপর একটা অনুষ্ঠান করবো যার মধ্যে থাকবে বায়ান্নর একুশের আগে পরের ঘটনা এবং আমাদের মাঝে আজকের একুশের মূল্যায়ন। আমার খেলাঘরের ছেলেমেয়েরা তো খুব খুশী। যাহোক, ওদের জন্য তখন একটা পান্ডুলিপি তৈরী করে ফেললাম "মিনারের শব্দ শোন" - যার অধিকাংশটাই নাটক। বায়ান্নর একুশের ঘটনাবলী এবং তার সাথে কিছু কাল্পনিক সুপার ইম্পোজিশন করে নাটকটা ওদেরকে দিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলাম। সহযোগিতায় ছিলো স্থানীয় কিংশুক সাংস্কৃতিক পরিবার।

আজ ভাবছি কিছু কাটছাঁট করে "মিনারের শব্দ শোন" এখানে তুলে দেই। ভাষা আন্দোলনের মাসে পড়তে একেবারেই খারাপ লাগবে না। শুধু মাথায় রাখতে হবে নাটকটি ১৯৯০-৯১ এর সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিতে দাঁড় করানো। আর বায়ান্নর ২১, ২২, ২৩ তারিখের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মানুষদের মাত্র কয়েকজনকেই জড়ানো হয়েছে। এতো স্বল্প পরিসরে সব কিছুকে ধরে রাখাটাও সম্ভব নয়। নাটকে সব গুলো চরিত্র এবং ঘটনা ইতিহাস ভিত্তিক নয়। বায়ান্নর সেই সময়, আবেগ এবং খেলাঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে উপস্থাপনার স্বার্থে কিছু চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসে কল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রিয় পাঠক - যদি এটি পড়ে আপনাদের ভালো লাগে আমারও ভালো লাগবে। আর বিপরীত হলেতো বরাবরের মত আমার জন্য রইলো পাঠকের গালমন্দ।

মিনারের শব্দ শোন

। প্রথম দৃশ্য ।

(মঞ্চের আলো জ্বলতেই দেখা যাবে এক পাশে একটি শহীদ মিনার। অপর পাশে একদল শিল্পী একুশের গান গাইছে - আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি! গান চলতে চলতে মঞ্চের চারপাশ এবং দর্শকদের মাঝ দিয়ে সারি করে নগ্ন পায়ে কিছু সাধারন মানুষ মিনারে ফুল দেবে। এ সারিতেই থাকবে একজন মধ্যবয়সী বাবা এবং তাঁর কিশোর পুত্র শফিক। মিনারের কাছাকাছি পোঁছতেই)

বাবা : জানো শফিক - নয় বছর পর স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারীতে ফুল দিতে এসে খুব শান্তি লাগছে। দেখো শফিক আমার ফুলগুলো মুক্ত, হাত দুটো মুক্ত, নিঃশ্বাস গুলোও মুক্ত।

শফিক: সত্যি বাবা অন্যবারের চেয়ে এবারে খু -উ -ব ভালো লাগছে। কোন ভয় নেই, জড়তা নেই।

বাবা: (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে) তবুও একটু ভয় আছে।

শফিক: কিসের ভয় বাবা?

বাবা: বাকী একুশ গুলো এমন হবে তো?

শফিক: আচ্ছা বাবা - এই মিনারতো যাঁরা বায়ান্নোতে ভাষা আন্দোলনে প্রান দিয়েছেন - আবুল বরকত, রফিকউদ্দীন আহমদ, আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বার, শফিকুর রহমান, অহিউল্লাহ এঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাই না?

বাবা: হ্যাঁ বাবা - এঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা বাংলায় কথা বলতে পারছি। এঁদের প্রেরণাতেই তো আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়তে পেরেছি।

শফিক: তাহলে এঁদের ত্যাগের কথা জীবন কথা সংগ্রামের কথা আমাদের পাঠ্য বইতে থাকে না কেন ?

বাবা: (দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসে) দর্শক। আমার ছেলে শফিক। ভাষা আন্দোলনের এক শহীদের নামে ওর নাম রেখেছি। ওর এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আপনাদের কারো জানা আছে কি ?
(শফিকের কাছে ফিরে এসে) - চলো বাবা - আমরা ফুল গুলো দিয়ে আসি।

শফিক: দাঁড়াও বাবা - আমার যে আরো কথা আছে!

বাবা: বলো।

শফিক: বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের কাহিনীটা আমাকে একটু খুলে বল বাবা। স্বৈরাচারমুক্ত প্রথম একুশেতে আমি হিসেবটা মিলিয়ে দেখতে চাই। তারপর ফুল দেবো।

বাবা: বেশ। তাহলে চলো মিনারটার ওই পাশে গিয়ে আমরা বসি। তোমার চোখের সামনে সব তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

শফিক: চলো বাবা।

(বাবা, শফিক মিনারের কাছে গিয়ে বসবে। মঞ্চের আলো নিভে যাবে।)

। দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতেই দেখা যাবে ছয় সাত জন ছাত্র মঞ্চে কিছুটা আঁধারে গোপন আলোচনায় ব্যস্ত। মিলনায়তনের শেষ প্রান্ত থেকে দর্শকের মধ্য দিয়ে আবুল ও বশির কথা বলতে বলতে মঞ্চের কাছে চলে আসবে।)

আবুল: না! এই উদ্ধত্য কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বাংলা আমার মায়ের ভাষা। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন বললেন উর্দ্দূ - একমাত্র উর্দ্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এ কখনোই হতে পারে না। আমরা হতে দেবো না।

বশির: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে ভারতকে ভাগ করে স্বার্থান্বেষীরা আমাদের নিঃশেষ করেছে। এখন নতুন ষড়যন্ত্র - রাষ্ট্রভাষা।

আবুল: দেখো। আগামী কাল একটা হেস্তন্যাস্ত হয়ে যাবে।
(এতক্ষনে আবুল ও বশির মঞ্চের কাছাকাছি এসে গেছে। আবুল হঠাৎ করে কথা থামিয়ে দিয়ে ইশারায় বশিরকে চুপ থাকতে বলবে। মঞ্চে আঁধারে কারা কি করছে সেটা অবলোকন করার চেষ্টা করবে।)
চুপ! আমার মনে হয় কিছু ছাত্র গোপন বৈঠকে বসেছে।

বশির: হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে। শহরে তো ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। ওদিকে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ হরতাল প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

আবুলঃ রাখো তোমার ১৪৪ ধারা আর কর্ম পরিষদ। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। এখন আমাদের ভাষার প্রশ্ন। অস্তিত্বের প্রশ্ন।

বশিরঃ কিন্তু কেউ কেউ তো বলছে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা যাবে না। আন্দোলনের অছিলায় নুরুল আমিন সরকার একটা জ্ঞানজাম লাগিয়ে আসন্ন নির্বাচন বন্ধ করে দেবে।

আবুলঃ দেখা যাক ওরা (মঞ্চের দিকে নির্দেশ করে) কি সিদ্ধান্ত নেয়। কাল সকালেই বোঝা যাবে।

বশিরঃ বেশ তাই হোক। চলো আমরা যাই।

আবুলঃ হ্যাঁ তাই চলো। আমার পোষ্টার লেখা বাকী আছে।

বশিরঃ তুমি কিন্তু কাল দেরী কোর না।

আবুলঃ আরে না না । সময়মত হাজির হয়ে যাবো।

(কথা বলতে বলতে দুজনে দর্শকদের মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে যাবে। মঞ্চ এবার একটু আলোকিত হবে এবং মঞ্চে উপবিষ্ট ছাত্র নেতাদের কথা বার্তায় জোর হবে।)

শেলীঃ তাহলে একথাই ঠিক হলো আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবো।

মোমিনঃ অবশ্যই। আর আগামী কালকের আমতলার সভায় গাজী সভাপতিত্ব করবে।

শেলীঃ কিন্তু গাজী যদি গ্রেফতার হয়ে যায়?

গাজীঃ আমি গ্রেফতার হলে সভাপতিত্ব করবে মুকুল।

মোমিনঃ যদি মুকুলও ... ...

গাজীঃ তা হলে তখন কমরুদ্দীনের দায়িত্ব।

মুকুলঃ সভার শুরুতে শামসু প্রথম, মতিন দ্বিতীয়, এবং সভাপতি হিসেবে গাজী তৃতীয় বক্তা হবে।

গাজীঃ শোন শেলী। প্রথম দশজনী মিছিলে তুমি থাকবে এবং গ্রেফতার হতে হলে তোমাকে প্রথম গ্রেফতার হতে হবে।

শেলীঃ তোমাদের সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত।

মুকুলঃ অন্যরা সবাই চেষ্টা করবে গ্রেফতার এড়ানোর। আর গাজী শোন - তোমাকে কিন্তু শেষ রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে হবে।

মোমিনঃ কেন ?

মুকুলঃ ভোর বেলা হয়তো গ্রেফতার হয়ে যেতে পারো।

গাজীঃ তথাস্তু। চল এখন সবাই কেটে পড়ি।

জিল্লুরঃ আমার একটা কথা শুনবে?

সবাইঃ বল

জিল্লুরঃ আমার হাতে সবাই হাত রাখো। (সবাই হাত রাখলে) বল - রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এর কোন বিকল্প নাই। (সবাই বলতে বলতে মঞ্চের আলো নিভে যাবে।)

। তৃতীয় দৃশ্য ।

(রমনা থানার ওসির চেম্বার। ওসি অবাঙালী। হাতে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে অস্থির পায়চারি করবে। টেলিফোন বেজে উঠতেই দৌড়ে ফোন ধরবে)

ওসিঃ হ্যাঁলো। হাঁ ম্যায় ওসি রমনা বলরাহুঁ। কৌন? কৌন বলতা? ওহো স্যার ? ইয়েস স্যার। হাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। সাব বিলকুল ঠিক হ্যায় স্যার। হাঁ স্যার ওয়ান ফট্টিফোর তো ম্যায় ক্যার দিয়া। ট্রুপস্ সাব পজিশন মে আগাঁয়ে। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আপ কোয়ি ফিকির মাৎ কিজিয়ে। এভরিথিং

আন্ডার কন্ট্রোল স্যার। ইয়েস স্যার। কেয়া ? গোলি ? জারুর। জারুর। জারুর হোগা। ম্যায় আভি ডেচপাচ কারতা হুঁ। জ্বি আচ্ছা। ঠিক হ্যায় স্যার। সেলাম স্যার। (টেলিফোন রেখে)
হাবিলদার। আরে ও হাবিলদার। আরে কাঁহা হ্যাঁয় তুম?

হাবিলদার: (দৌড়ে এসে স্যালুট) ইয়েস স্যার।

ওসি; এসপি সাহাব নে ফোন কিয়া। আভি আভি সাব আউটপোষ্ট মে এলান দে দো কে কাল সুবেরে ও সালা ষ্টুডেন্ট লোগ কোয়ি হাঙ্গামা কারতা তো পাহেলে লাঠি চার্জ, উসকা বাদ টিয়ার গ্যাস। আগার কান্ট্রোল মে নেহি আতা তো ফির গোলি চালা দো। ইয়ে উপ্পার আলা কি অর্ডার। যাও চ্যালো - জলদি লাগাও। (হাবিলদার সঙ্গে সঙ্গে সেলুট দেবে। ওসি ব্যস্ত হয়ে টেবিলে কিছু একটা খুঁজবে। হাবিলদার কোমর থেকে ওয়াকি টকি বের করে)

হাবিলদার: আউটপোষ্ট ওয়ান কাম ইন (দু তিন বার)। কে বলছেন ? ও ইনসপেক্টার স্যার ? জ্বি স্যার। উপর থেকে হুকুম হয়েছে অপারেশনে প্রথমে লাঠি চার্জ, তারপর টিয়ার গ্যাস তারপর গুলি। ওভার। হ্যাঁ হ্যাঁ গুলি। ওভার।

ওসি; আরে বেউকুফ। কেয়া উল্লুক কে তারা শোর মাচাতে হো ? চ্যালো বাহার যাও। যাও। জালদি নিকালো ইঁহা ছে।

হাবিলদার: (সেলুট)। ইয়েস স্যার। (প্রস্থান)

ওসি: (টেলিফোন তুলে স্ত্রীকে ডায়াল করবে) হ্যালো। হাঁ ডর্লিং। আজ রাত্তো ম্যাঁয় নেহি আঁ সাকতে। কিঁউ ? তুম জানতি নেহি কে ইয়ে সালে বাঙাল লোগ হামারা নিঁন্দ খা লিয়া। হাঁ ? নেহি ডর্লিং নেহি। তুম পেরেশানী মাত ক্যারো। ইয়ে সাব সুয়ার কা বাচ্ছা কো কাল দেখ লেঙ্গে উসকা জবান মে বাঙাল ক্যায়সে নিকাল তা। হাঁ ? ঠিক হ্যাঁয় বাবা ঠিক হ্যাঁয়। তুম আভি নিন্দ যাও। (রিসিভারে চুমো দিয়ে) গুড নাইট ডর্লিং।
(মঞ্চের আলো নিভে যাবে। আলো জ্বলতে দেখা যাবে আবুলের ঘর। দড়িতে টাঙ্গানো চার পাঁচটা পোষ্টার। তাতে লেখা - রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই - নাজিম নুরুলের ফাঁসি চাই, ১৪৪ ধারা মানি না মানবো না, ভাষার সংগ্রাম চলছে চলবে। আবুল পোষ্টার গুলো গোছাতে থাকবে ইতিমধ্যে আবুলের খালা খোদেজার চায়ের কাপ হাতে প্রবেশ)

খোদেজা: হ্যারে আবুল! তুই কি তোর এসব পাগলামো ছাড়বি না ?

আবুল: শোন খালা। এ সব পাগলামো নয়। শুরুতেই যদি বিড়াল মারতে না পারি তা হলে সে বিড়াল সারা জীবনই উৎপাত করবে।

খোদেজা: তার মানে?

আবুল: (চা খেতে খেতে) ভারত ভাগ হয়ে সবে দেশ স্বাধীন হোল। আর এখন প্রশ্ন উঠেছে রাষ্ট্রভাষা কোনটা হবে! এখনই যদি এর ফয়সালা না হয় তা হলে --------

খোদেজা: বুঝলাম। কিন্তু বাবা ওরা যে হায়নার দল লেলিয়ে দিয়েছে। আমারতো কেবলই ভয় হয়। তোর মা সেই গাঁ থেকে তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। শহরে তুই লেখাপড়া করবি। মানুষ হবি। স্বামীহারা মায়ের দুঃখ বুঝবি। ছোট ভাই বোন ---

আবুল: সবই হবে। লেখাপড়া শিখে মানুষও হবো আবার মানুষ হয়ে ঐ মায়ের ভাষাতেই কথা বলবো

খোদেজা: কি জানি বাপু আমার খালি ভয় করে। আল্লাহ না করে এই সংগ্রাম টংগ্রাম করে তোর কিছু হলে বুবুকে আমি কি জবাব দেবো?
(খোদেজা বেরিয়ে গেলে আবুল পোষ্টার গুলো নিয়ে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি নেবে। একখানা চিঠি হাতে খোদেজার প্রবেশ)

খোদেজা: এই নে তোর মায়ের চিঠি। দুদিন ধরে পড়ে আছে। তোর তো পড়ারও সময় নেই।

আবুল: ঠিকই বলেছো। আগে চিঠি পড়া ও লেখার ভাষাটা ঠিক করে নেই, তারপর ---

খোদেজা: ব্যাস খুব হয়েছে। আমি পড়ি তুই শোন্ । --- বাবা আবু, আমার দোয়া নিও। অনেকদিন হইলো তোমার কোন পত্র পাইতেছি না। তুমিও বাড়ীতে আসো না। শুনিলাম ঢাকায় খুব গন্ডগোল চলিতেছে। তুমি বাবা সাবধানে থাকিও। পৌষ মাঘ চলিয়া গিয়া ফাল্গুন মাস আসিলো। তোমার জন্য পিঠা করিবো বলিয়া চালের গুঁড়ি করিয়াছি। ডালের বড়া বানাইয়াছি। অথচ তোমার দেখা নাই।

আবুল: আচ্ছা বুঝেছি। আমার এই মাকে নিয়ে আর পারি না। ওপারে থাকতে দাঙ্গার সময় আমাকে কোল ছাড়া করবে না। ঘর থেকে বেরোতে দেবে না। সেও নড়বে না। আমি জোর করে না নিয়ে এলে --- যাকগে সে কথা। শোন খালা । তুমি আমার হয়ে মা কে লিখে দাও আমি দু চার দিনের মধ্যেই বাড়ী ফিরবো। আমি এখন যাই কত যে কাজ খালা ----

খোদেজা: (অশ্রুভেজা কণ্ঠে আবুলের কাঁধে হাত রেখে) বাবা লক্ষী সোনা আমার। সাবধানে থাকিস। পুলিশের সাথে মারামারি করিসনে যেন। তোর কিছু হলে আমি ----

আবুল: শোন খালা। তুমি কাঁদবে না । তুমি এখন হাসবে। হাসিমুখে আশীর্বাদ করবে। খালা আমি মাকে মা বলে ডাকতে চাই। খালাকে আন্টি ডাকতে চাই না। হাসো খালা হাসো। কই দেখি দেখি এই যে হাসোতো একটু। (খালাকে প্রথমে জড়িয়ে ধরবে তারপার পা ছুঁয়ে সালাম। পোষ্টার গুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে আবার ফিরে আসবে)
খালা মায়ের চিঠিটা দাও। আমি পরে পড়ে নেবোখন।

খোদেজা: এই নে ধর। চিঠি পড়ার কথা তোর মনে থাকলে হয়। আবু - সাবধানে থাকিস বাবা। তোকে নিয়ে যে আমাদের অনেক আশা।
(মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে যাবে। আলো জ্বলতেই দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঐতিহাসিক আমতলা। একটি টেবিল। কোন চেয়ার নেই। টেবিলের পিছনে গাজী, মুকুল, শেলী, কমরুদ্দীন এবং শামসু দাঁড়িয়ে)

মুকুল: বন্ধুগণ। আজকে একুশে ফেব্রুয়ারীর এই ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি গাজীউল হকের নাম প্রস্তাব করছি

কমরুদ্দীন: আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। (তালি)

মুকুল: এবার সর্বদলীয় কর্মপরিষদের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন জনাব শামসুল হক।

শামসু: বন্ধুগণ। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। ফলে আমাদের শোভাযাত্রা করা যাবে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। সরকার চাচ্ছে একটা গোলযোগ হোক। তাহলে সেই অজুহাতে আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচন স্থগিত করতে পারবে।
(এই সময়ে একজন দৌড়ে এসে গাজীর কানে কানে কিছু একটা বলতেই গাজী লাফ দিয়ে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে যাবে)

গাজী: বন্ধুগণ। এইমাত্র খবর এলো লালবাগ এলাকায় পুলিশ একটা স্কুলের ছাত্রদের মিছিলে লাঠি চার্জ করেছে এবং টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে। এরপরও কি আমরা বসে থাকবো?
(দর্শকদের মধ্য থেকে শ্লোগান - ১৪৪ ধারা ১৪৪ ধারা মানি না মানবো না। রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বাংলা চাই। পুলিশী জুলুম পুলিশী জুলুম চলবে না চলবে না)
বন্ধুগণ। তাহলে আমরা একটা প্রস্তাব রাখছি। এই সমাবেশ থেকে আমরা দশজন করে এক একটি দশজনী মিছিল করে রাস্তায় যাবো। তাহলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে না অথচ আমাদের মিছিল হবে।
(দর্শকদের মধ্য থেকে - তাই হোক তাই হোক পূর্বের শ্লোগানগুলো এখন গগনবিদারী। মঞ্চের নেতারা শ্লোগান দিতে দিতে দর্শকদের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যাবে। মনে হবে একটি মিছিল।
ওদিকে মঞ্চে ওসি, হাবিলদার এবং কয়েকজন পুলিশের তড়িৎ প্রবেশ। রাইফেল তাক করে থাকবে

চলে যাওয়া মিছিলটার দিকে। শ্লোগান চেঁচামেচি তীব্র হতেই গুলির শব্দ। হৈ চৈ, ছোটাছুটি, চিৎকার , আর্তনাদ মিলিয়ে যেন ত্রাসের পরিবেশ। মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভে যাবে।)

। চতুর্থ দৃশ্য ।

(মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাবে খোদেজা বিষন্ন, শংকিত। কখনো হাতের সেলাইটা করছে কখনো উদাস মনে শূন্যে তাকিয়ে, কখনো নিঃশব্দ অস্থির পায়চারী। হঠাৎ খুব জোরে দরজা ধাক্কানোর শব্দ। নেপথ্যে চিৎকার হৈ চৈ।)

বশিরঃ খালা ও খালা - দরজা খুলুন।

পথিকঃ কে আছেন - তাড়াতাড়ি দরজা খোলেন।

খোদেজাঃ কে ? কে চিৎকার করে ?

পথিকঃ আমরা। তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলেন।

বশিরঃ খালা আমি বশির। জলদি - জলদি ---

(এবার খোদেজা ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি দরজা খোলার জন্যে মঞ্চের বাইরে যাবে। নেপথ্যে দরজা খোলার শব্দ। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বশির পথিক এবং আরো দুজন রক্তাক্ত আবুলকে ধরাধরি করে দ্রুত ঘরে ঢুকবে এবং আবুলকে নিচে শুইয়ে দেবে।

খোদেজাঃ কি হোল - কি হয়েছে ? এ কে ? বশির এ কে ? তোমরা কাকে নিয়ে এলে ? বল বশির বল ? কথা বলছো না কেন ? কি হোল সবাই চুপ কেন ? (এর ওর মুখের দিকে চেয়ে ছুটে আবুলের মুখটা দেখবে তারপর চিৎকার) - না ----------। এ যে আমার আবুল। আবুলের গায়ে এতো রক্ত কেন ? ও আবুল! আবুল! তোর কি হয়েছে বাবা ? আবুল! আবুল! কথা বলছিস না কেন ? (উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে) তোমরা চুপ করে আছো কেন ? বল! বল! বলো না আমার আবুলের কি হয়েছে।

বশিরঃ খালা - খালা

খোদেজাঃ হ্যাঁ, বল বল ---

বশিরঃ খালা --- মিছিলে ---

খোদেজাঃ হ্যাঁ, মিছিলে কি হয়েছে?

পথিকঃ মিছিলে গুলি হয়েছে

খোদেজাঃ না ---------- আমি আর শুনতে চাই না - আমি কিছু শুনতে চাই না - আমি বিশ্বাস করি না। ওরে আবুল এ তুই কি করলি (ঝাঁপ দিয়ে আবুলের বুকে) এ তুই কি করলি রে সোনা। তোর মাকে আমি কি জবাব দেবো ? ও আল্লাহ আমার এতো বড় সব্বনাশ কে করলো (গগনবিদারী চিৎকার এবং কান্না। নেপথ্যে করুণ আবহ সঙ্গীতের সুরে আবৃতির এ অংশটুকু শোনা যাবে)

আবৃতিঃ কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা
আর আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি
খোকা তুই কবে আসবি
কবে ছুটি ?

চিঠিটা তার পকেটে ছিলো
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।
(আবৃতি শেষ হতেই ওসি, হাবিলদার এবং আরো দু' তিন জন পুলিশসহ হুড়মুড় করে মঞ্চে ঢুকবে। মঞ্চের বিষন্ন পরিবেশ তার কাংখিত নয় বিধায় সে রাগে একপাশে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকবে। বাঙালী হাবিলদার কি করবে বুঝতে না পেরে একবার লাশ একবার ওসি এবং অন্যদের দিকে তাকাবে।

ওসিঃ হাবিলদার! কেয়া তামাশা দেখতে হো ? চ্যালো ইয়ে লাশ লে কে চ্যালো।

খোদেজাঃ না - আমি দেবো না। আমার আবু আমার কাছেই থাকবে। কি দোষ করেছে আবু - ওকে তোমরা গুলি করে মারলে ?

হাবিলদারঃ মাগো! ওঠেন। অবুঝ হবেন না।

খোদেজাঃ চুপ! আপনি না বাঙালী ?

বশিরঃ আপনারা পারলেন গুলি করতে ?

হাবিলদারঃ আমরা যে হুকুমের গোলাম।

পথিকঃ তাই বলে ---

হাবিলদারঃ মনে রাখবেন খাঁচার পাখীরও প্রতিবাদের একটা ভাষা আছে। ওর ঝাপটানো ডানাতে যে কত ব্যথা তা ওই-ই জানে।

ওসিঃ হাবিলদার! তুমহারা ইয়ে ড্রামা বান্দ ক্যারো। লাশ লে চ্যালো।

হাবিলদারঃ স্যার। এই ড্রামার আপনিও একজন পাত্র। অংশীদার। (খোদেজার কাছে গিয়ে) মাগো আপনি তো জেনেছেন আমি একজন বাঙালী - আমি কথা দিচ্ছি এঁর লাশ আমি মর্যাদার সঙ্গে দাফন করবো। (অস্ফুট কণ্ঠে) ইনি-ই তো আমাদের পথ দেখিয়ে দিলেন। (অন্য পুলিশদের উদ্দেশ্যে) কই ধর (ওসি এবং খোদেজা ছাড়া সবাই লাশ ধরবে।)

খোদেজাঃ আপনারা একটু দাঁড়ান। আবুকে আমার শেষ কথাটা বলতে দ্যান। একটু বলতে দ্যান। (আবুকে ধরে) কইরে বাবা। আমার দিকে একটু তাকা। এই দ্যাখ আমি তোর খালা। হ্যাঁ তোর খালা। তুই না সকালে আমার হাসিমুখ দেখতে চেয়েছিলি? তখন আমার হাসি আসেনি। এই দ্যাখ আমি এখন হাসছি। দ্যাখ দ্যাখ আমি হাসছি। আমি হাসছি - আমি হাসছি (কান্না হাসি মিলিয়ে এক উন্মাদিনী। ক্রমশঃ মঞ্চের আলো নিভে যাবে।)

। পঞ্চম দৃশ্য ।

(মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাবে জাতীয় পরিষদের স্পীকার চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটি টেবিল। মঞ্চের নিচে পরিষদের সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ দাঁড়িয়ে। জাতীয় পরিষদের সংসদ অধিবেশনের পরিবেশ।)

তর্কবাগীশঃ মাননীয় স্পীকার। প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে চাই। যে মুহূর্তে দেশের ছাত্ররা ভাষার দাবীতে পুলিশের গুলিতে জীবন দিচ্ছে সেই মুহূর্তে আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। আগে এনকোয়ারী তারপর হাউস।

স্পীকারঃ অর্ডার। অর্ডার । আমি আশা করবো আপনি পরিষদের কার্যবিধি অনুসরণ করে কাজ করবেন।

তর্কবাগীশঃ লিডার অব দি হাউস আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন। তা না হলে হাউস চলতে দেবো না। সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আগে জানতে চাই।

স্পীকারঃ আমি আশা করবো মাননীয় সদস্য মহোদয় বিধিসম্মত ভাবে অগ্রসর হবেন।

তর্কবাগীশঃ আপনার অর্ডার মানি না - মানবো না। লিডার অব দি হাউস প্রথমে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন তারপর এ্যাসেম্বলী বসবে।

স্পীকারঃ অর্ডার। অর্ডার । এই চেয়ারকে অমান্য করার কোন অধিকার আপনার নাই। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

তর্কবাগীশঃ আমি আবারো বলছি লিডার অব দি হাউস আগে গিয়ে ------

স্পীকারঃ আপনি কি বলতে চান ? আপনি কি কাওকে কথা বলতে দেবেন না ? আপনি এ্যাসেম্বলীর কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করছেন।

তর্কবাগীশঃ লিডার অব দি হাউস আগে এনকোয়ারী করে আসবে তারপরে হাউস, তার আগে নয়।

স্পীকারঃ অর্ডার। অর্ডার মিষ্টার তর্কবাগীশ। আমি খুবই দুঃখিত আপনি যদি এই চেয়ারকে অমান্য করেন তাহলে আমাকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের কার্যবিধির ১৬ (২) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তর্কবাগীশঃ যে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমাদের দাবী - আগে দেখে এসে বলুন পরিস্থিতি আসলে কি ?

স্পীকারঃ অর্ডার। অর্ডার। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে অধিবেশন পনেরো মিনিটের জন্য মুলতবী ঘোষনা করা হোল। (মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভে যাবে। কিছুক্ষন পর আলো জ্বলতে স্পীকার এবং তর্কবাগীশকে একই অবস্থানে দেখা যাবে)

তর্কবাগীশঃ মাননীয় স্পীকার। যখন আমাদের বক্ষের মানিক আমাদের রাষ্ট্রের ভাবি নেতা, ছয়জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নীচে বসে হাওয়া খাবো - এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

স্পীকারঃ মিষ্টার তর্কবাগীশ। আপনি বোধহয় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

তর্কবাগীশঃ আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার মাধ্যমে উপস্থিত সকল মেম্বারদের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগ করার আবেদন জানাচ্ছি। (দর্শকদের মধ্য থেকে কয়েকজন " হ্যাঁ তাই হোক তাই হোক " বলতে বলতে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই ওসি এবং হাবিলদারের প্রবেশ)

ওসিঃ এক্সকিউজ মি স্যার। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট। (হাবিলদার তর্কবাগীশের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। চারিদিকে শ্লোগান - রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বাংলা চাই, জালেমের জুলুম জালেমের জুলুম নিপাত যাক নিপাত যাক। (মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভে যাবে)

। ষষ্ঠ দৃশ্য ।

(মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাবে একটি ড্রইং রুম। একজন অত্যাধুনিক তরুণী - লিন্ডা। চাল চলনে বিদেশী সংস্কৃতি। হাতে ইংরেজী নভেল। রকিং চেয়ারে চুইংগাম চিবোচ্ছে আর খুব জোরে প্লেয়ারে ইংরেজী গান শুনছে। ইতিমধ্যে তার বাবা চৌধুরী, অফিস ফেরত ফিটফাট সাহেব, ঘরে প্রবেশ করবেন।)

চৌধুরীঃ হ্যাল্‌লো মা মনি। লিন্ডা মা। লিন্ডা। কি হোল একেবারে যে সিংক করে গেছো মা। লিন্ডা । (একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে) এ্যাই লিন্ডা।

লিন্ডাঃ আরে ড্যাডি ? হোয়াট এ সারপ্রাইজ ? তুমি কখন এলে ? (গানের ভলিউম কমিয়ে দেবে)

চৌধুরীঃ এসেইতো তোমাকে ডাকছি সুইট হার্ট অথচ --

লিন্ডাঃ ওহ্ ড্যাডি, আই এ্যাম সো সরি। ড্যাডি এই লেটেষ্ট ক্যাসেটটা শুনেছো? কাউন্ট ডাউনের টপ টেন।

চৌধুরীঃ হানী তোমার মাম্মী কোথায়?

লিন্ডাঃ কি জানি! একুশে ফেব্রুয়ারীর কি যেন প্রোগ্রাম না কি করবে সে জন্যে --

চৌধুরীঃ ক্লাব মিটিংয়ে গেছে । এইতো?

লিন্ডাঃ এক্জ্যাক্টলী (বাবার গলা জড়িয়ে ধরবে)

চৌধূরীঃ অল রাইট। দেন শি ইজ বিজি - হাঁ?
লিন্ডাঃ আচ্ছা ড্যাডি? এবারও কি তোমরা আমাকে তোমাদের প্রভাত ফেরীতে নিয়ে যাবে ?
চৌধূরীঃ হোয়াই নট ?
লিন্ডাঃ ওহ নো ড্যাডি। প্লীজ। এই শীতের মধ্যে তাও আবার খালি পায়ে। ওহ হরিবল। গতবার দেখোনি আমার পায়ের ব্লিষ্টার গুলো কি টেরিবল -
চৌধুরীঃ সুইট হার্ট। শোন। এই একটা দিনই তো! এগুলোও একটু আধটু করতে হয়। আফটার অল আমাদের ন্যাশানাল মওরনিং ডে। তাছাড়া সমাজে বাস করতে গেলে ---
লিন্ডাঃ ড্যাম ইওর সমাজ। পৃথিবীর কোন দেশে শোক পালন করতে এমন শীতের দিনে খালি পায়ে হাঁটে ?
চৌধূরীঃ সেটা বড় কথা নয় লিন্ডা। এটা আমাদের কালচার।
লিন্ডাঃ রাবিশ। আই সিম্পলী ডোন্ট লাইক দিস কালচার। সেজন্যেইতো তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে ভাইয়ার কাছে ষ্টেটস্-এ পাঠিয়ে দাও।
চৌধুরীঃ (লিন্ডার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে) দেবো মা দেবো। সারটেইনলী আই উইল। তবুও বাঙালীর ঘরে যখন জন্মেছো তখন যৎসামান্য কালচার ট্রাডিশনটা মেইনটেইন করা দরকার। এই আমার দিকে - তোমার মাম্মীর দিকে তাকিয়ে দেখো না। আমরা পার্টিতে ডান্স করছি, থার্টি ফার্ষ্ট নাইট সেলিব্রেট করছি, ডগ রেস এটেন্ড করছি আবার পাঞ্জাবী পায়জামা পরে মিনারে ফুলও দিচ্ছি।
লিন্ডাঃ দ্যাটস্ ইওর কনসার্ন। আমার কাছে এসব মিনার ফিনার খুব সিলি মনে হয়।
(কলিং বেলের শব্দ) । ওই তো বোধ হয় মাম্মী এলো।
(শপিং ব্যাগ হাতে অত্যাধুনিকা মিসেস চৌধুরীর প্রবেশ)
মিসেস চৌধুরীঃ (চৌধুরীকে) আরে তুমি কখন এলে?
লিন্ডাঃ ওয়াও। মাম্মী ! তোমাকে আজকে ফ্যানটাসটিক লাগছে দেখতে।
মিসেস চৌধূরীঃ ইউ আর ভেরী নটি।
চৌধূরীঃ তোমার এতো দেরী হোল যে ?
মিসেস চৌধুরীঃ আর বোল না। একুশের প্রোগ্রামটা ফিক্স করে তারপর শপিং-এ গেলাম।
চৌধুরীঃ এখন আবার শপিং কিসের ?
মিসেস চৌধুরীঃ বাহ্ রে। প্রভাত ফেরীর জন্য তোমার নতুন পাঞ্জাবী পায়জামা, আমার আর লিন্ডার শাড়ী, এসব লাগবে না ? জানো কি অদ্ভূত একটা দেশ - কোথাও মাইসূর সিল্কের সাদা শাড়ী কালো পাড় খুঁজে পেলাম না।
লিন্ডাঃ মাম্মী। আমি প্রভাত ফেরীতে এই ঠান্ডার মধ্যে খালি পায়ে যাবো না।
মিসেস চৌধুরীঃ লক্ষী মা । এমন করতে হয় না। এই দেখো সেজন্যেই তো আমি এ্যাডভান্স প্যারাসিটামল হিস্টাসিন কফ সিরাপ - সব কিনে এনেছি।
চৌধুরীঃ (স্ত্রী কে) সিনথিয়া। এই জন্যেই তো আমি অলওয়েজ তোমার ফোর সাইটনেসকে এ্যাপ্রেসিয়েট করি।
লিন্ডাঃ ওহ্ বয়! ড্যাডি! নতুন পায়জামা পাঞ্জাবী পেয়ে তুমি দেখছি মাম্মীকে হেভি প্রেইজ করছো।
(তিন জনা একত্রে হাসতে থাকবে। মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভে যাবে)

। সপ্তম দৃশ্য ।

(মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাবে প্রথম দৃশ্যের শহীদ মিনার। সেই একই স্থানে বাবা ও শফিক বসে। দু এক জন করে সাধারণ মানুষ মিনারে ফুল দিতে যাবে। দুটি তরুণ দল দর্শকদের

মধ্য দিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি আসতেই ধাক্কা ধাক্কি - কারা আগে ফুল দেবে)

১ম দলের ১ম জনঃ আবে ওই? ধাক্কা ধাক্কি করস ক্যান ? দেহস্ না আমরা আগে আইছি।

২য় দলের ১ম জনঃ ওই মিয়া এতো কাউ কাউ করো কিয়ের লাইগ্যা? শহীদ মিনার কি তোমার বাপের?

১ম দলের ২য় জনঃ ওই বেটা। মুখ সামলাইয়া কথা ক। বুঝছস ? বাপ তুইলা কথা কইবি না।

২য় দলের ২য় জনঃ আবে চোপ। চাপা বন্দ কর। তোগো সব খবর তো জানি।

২য় দলের ৩য় জনঃ কাইল রাইতে ছুরি দেখাইয়া কইথন ফুল আনছোস জানিনা ?

১ম দলের ১ম জনঃ মুখ সামলাইয়া কথা কবি - নাকি (কোমরে পিস্তলের বাটে হাত রাখে)

২য় দলের ২য় জনঃ খাড়া ব্যাটা। থোতা ডা ভাইঙ্গা হালামু।

(প্রচন্ড ধাক্কা ধাক্কি হাতাহাতি। একজন ছোরা বের করবে অন্য দলের একজন পিস্তল)

ছোরা আলাঃ খবরদার। এক কদম বাড়বি তো শহীদ মিনারেই হোতাইয়া দিমু। বুঝছস?

পিস্তল আলাঃ খবরদার কইতাছি এক পা নড়বি না কিন্তুক। আগে আমরা যামু হের বাদে তোরা। এইডা দেখছস ? বেশী ধুনফুন করবি তো ------ । (পিস্তল গ্রুপ আগে ফুল দিয়ে আসবে তারপর ছোরা গ্রুপ। এরা সবাই চলে গেলে নেতা গোছের একজন গায়ে চাদর, হাতে ফুল নিয়ে মিনারের দিকে যেতেই পিছন থেকে একজন তরুণ)

তরুণঃ এই যে নেতা ভাই।

নেতা ভাইঃ আরে ছোট ভাই যে !

তরুণঃ কি ব্যাপার আপনি মিনারে ?

নেতা ভাইঃ কি যে বলো ছোট ভাই। এই মিনার হচ্ছে সার্বজনীন। এখানে সবাই আসতে পারে। তাছাড়া মানুষ মাত্রই তো ভুল করে। তাই না ?

তরুণঃ তা নেতা ভাই একজন মানুষ কয়বার ভুল করতে পারে তার কোন লিমিট আছে ?

নেতা ভাইঃ শোন ছোট ভাই। ভুল যতবারই করি না কেন এই শহীদ মিনার - আহা আমাদের তীর্থ স্থান। এখানে এসে থুক্কু দিলেই সব অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায়। বড় বুজরুকী জায়গা এটা।

তরুণঃ ঠিক। কত জনের কত রকম বুজরুকী যে এখানে দেখলাম। আমরা এই দেশের মানুষ অল্পতেই সব ভুলে যাই। অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যাই।

নেতা ভাইঃ এই তো এতোক্ষনে একটা কথার মত কথা বললে। চল যাই ফুল গুলো দিয়ে আসি।

(ওরা মিনারে ফুল দিতে থাকবে। বাবা আর শফিক এবার ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে চলে আসবে।)

বাবাঃ এই হোল একুশ এবং তারপর।

শফিকঃ বাবা। আমার যে হিসেব মিললো না!

বাবাঃ আজ না হলেও একদিন মিলতেই হবে। যাকগে, তোমাকে আর একটা কথা বলি।

শফিকঃ বল বাবা।

বাবাঃ নিজের মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এমন ইতিহাস আর সত্য কোন কালে কোন দেশে নেই।

শফিকঃ চলো বাবা আমরা ফুল গুলো দিয়ে আসি।

(বাবা, শফিক এবং আরো অনেকে ফুল দিতে যাবে। নেপথ্যে সেই অমর একুশের গান। অকস্মাৎ মিনারের মাঝ থেকে একটা তীব্র আলো জ্বলে উঠবে। নেপথ্যে নিচের আবৃতিটা শুরু হবে। আবৃতির সাথে তাল মিলিয়ে মিনারের আলোটা জ্বলবে - নিভবে, যেন মিনারই কথা গুলো বলছে। আবৃতির সময়ে যে যেখানে আছে সবাই ফ্রিজ থাকবে। আবৃতি শেষে মঞ্চের আলো জ্বলে উঠবে)

দাঁড়াও!

তোমরা কি এখানে ফুল দেবে ?

এখানে আমরা আর মুষ্টিমেয় নই।
এখানে জেহাদ, দিলু, ভূঁইয়া, মিলন, ইমন, নূর হোসেন
কোথাও কোন ঠাঁই না পেয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।
এখনো তাজা রক্ত .....

এখানে আমরা আর মুষ্টিমেয় নই।
এখানে অসীমের মিছিল।

দাঁড়াও!
তোমরা কি এখানে ফুল দেবে ?
রক্তে ভরা চিলঞ্চিটাতে
আর একবার হৃদয়টা ধুয়ে এসো
আর একবার ভুল গুলো দেখে এসো
আর একবার মিথ্যে গুলো দলে এসো
আর একবার সন্ত্রাসী অস্ত্রের দাগ গুলো মুছে এসো।
বিস্তৃত আকাশটা ছুঁতে না পেয়ে
ওরা এখন ক্লান্ত।
এখনো রক্তের দাপাদাপি .....।

এখানে আমরা আর মুষ্টিমেয় নই।
এখানে মৃত্যু সাবলীল।

দাঁড়াও!
তোমরা কি এখানে ফুল দেবে ?
তা হলে কসম খাও
বিদ্যাপীঠ বারুদে সঙ্গীন হবে না
(তবে যে জেহাদ কষ্ট পাবে)
তা হলে কসম খাও
তোমার ভাইকে তুমি বদ করবে না!
(তবে যে দিলু জখম হবে)
তা হলে কসম খাও
অনাহারে কেউ কখনো মরবে না
(তবে যে ভূঁইয়া হতাশ হবে)
তা হলে কসম খাও
মায়ের কোলে দুধের শিশু বুলেট খাবে না
(তবে যে ইমন কেঁদে উঠবে)
তা হলে কসম খাও
গনতন্ত্রের আর কখনো বলি হবে না

(তবে যে নূর হোসেন চিৎকার করবে)
তা হলে কসম খাও
মাকে আর মাম্মী বলে ডাকবে না
(তবে যে বরকত দুঃখ পাবে)

একাত্তরের ফুলটি দেখতে না পেয়ে
ওরা এখন হতাশ
নিঃশ্বাসে বারুদের গন্ধ
এখানে আমরা আর মুষ্টিমেয় নই
এখানে জীবন শুভ্র - স্বপ্নীল।

দাঁড়াও!
তোমরা কি এখানে ফুল দেবে ?
তোমরা কি রিক্তের বেদন শুনবে ?
তোমরা কি নতুন শপথ নেবে ?
তোমরা কি নতুন দেশ দেবে ?

এখানে আমরা মুষ্টিমেয় থাকতে চাই
এখানে তো আর কারো কোন ঠাঁই নাই।

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থ:
একুশে ফেব্রুয়ারী - হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত
একুশের দলিল - এম আর আখতার মুকুল